# ইউনিট ৫

## যৌক্তিক বিভাগ (Logical Division)

**ভূমিকা:** কোন পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট করার জন্য যেমন যৌক্তিক সংজ্ঞা সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হল যৌক্তিক বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা। কেননা অধিকাংশ পদের যেমন বৈশিষ্ট্যগত দিক রয়েছে, তেমিন রয়েছে পরিমাণগত দিক। পদের অর্থকে বিশেষভাবে ব্যক্তর্থগত দিক থেকে সুস্পষ্ট করার জন্যই যৌক্তিক বিভাগ সম্পর্কে জানাবার প্রয়োজন। মূলত প্রকৃতির বুকে অসংখ্য বস্তুসমূহকে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে ব্যক্ত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে যৌক্তিক বিভাগ।

# পাঠ ১

## যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞা প্রকৃতি ও নিয়মাবলী

**উদ্দেশ্য:** এই পাঠ শেষে আপনি-

- বিভাগের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- যৌক্তিক বিভাগের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।

### ৫.১.১ যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞা (Definition of Logical Division):

কোন একটি নীতি অনুসরণ করে একটি জাতি বা উচ্চতর শ্রেণীকে তার অন্তর্গত উপজাতি বা নিম্নতর উপশ্রেণী সমূহে মানসিক দিক থেকে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। ব্যক্তর্থের বিশ্লেষণই হচ্ছে যৌক্তিক বিভাগের মূলকথা। কোন শ্রেণীকে বিভাগ করার সময় আমরা এমনভাবে একটি সূত্র বা নীতি বেছে নেই যা ঐ শ্রেণীর কারো কারো মধ্যে উপস্থিত দেখা যায়। কিন্তু অন্যদের মধ্যে উপস্থিত দেখা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ: উদ্ভিদ শ্রেণীকে 'পুষ্প'- এর উপস্থিতির নীতির ভিত্তিতে আমরা যখন তাদেরকে 'সপুষ্পক' এবং 'অপুষ্পক' উপশ্রেণীতে বিভক্ত করি তখন তা হয় যৌক্তিক বিভাগ।

### ৫.১.২ যৌক্তিক বিভাগের প্রকৃতি (Nature of Logical Division):

যৌক্তিক বিভাগের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে আলোচনা করা হল:

**১. শ্রেণীবাচক পদের ক্ষেত্রেই বিভাগ সম্ভব ঃ** কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়া অচল। শুধুমাত্র বিভাগের ক্ষেত্রে একটি জাতি বা শ্রেণীকে তার অন্তর্গত উপজাতি বা উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন- শরীরের বর্ণ অনুসারে মানুষকে 'শ্বেতকায়' ও 'অশ্বেতকায়'-এই-দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হলে তা যৌক্তিক বিভাগ হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র একটি জাতিকে কতগুলো উপজাতিতে বিভক্ত করলেই বিভাগের কাজ শেষ হয়ে যায় না। বরঞ্চ বিভক্ত উপজাতির প্রত্যেকটিকে আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর উপজাতিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। এভাবে এমন কতগুলো ক্ষুদ্রতম উপজাতিতে এসে আমরা উপস্থিত হব যাদেরকে আর ভাগ করা সম্ভব হবে না। এ রকম ক্ষেত্রেই বিভাগ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বা শেষ হবে।

**২. যৌক্তিক বিভাগ আসলে একটি মানসিক প্রক্রিয়া ঃ** যৌক্তিক বিভাগে প্রকৃতির অসংখ্য বস্তুসমূহের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী বা জাতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয় না। সুতরাং কোন শ্রেণীকে ভাগ করতে গেলে আমাদের তা মনে করা ছাড়া উপায় নেই। যেমন- 'প্রাণী' জাতিটিকে 'দ্বি-পদ' নীতির ভিত্তিতে ভাগ করতে গিয়ে আমাদের পক্ষে সমস্ত প্রাণীকুলকে সরাসরি বা বাস্তবে আলাদা করা সম্ভব নয়। তাই মনে মনে আমরা প্রাণী সমূহের মধ্য থেকে দুই পা বিশিষ্ট প্রাণীগুলোকে একদিকে রেখে আর সব প্রাণীগুলোকে অন্যদিকে ভেবে নেই। এ কারণেই যৌক্তিক বিভাগকে মানসিক প্রক্রিয়া বলা হয়। যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়ায় সর্বদা একটি বিশেষ নীতি বা সূত্র অনুসরণ করা হয়। যৌক্তিক বিভাগে একটি শ্রেণী বা জাতির কিছু সংখ্যক বস্তুর মধ্যে বর্তমান। কিন্তু সমস্ত বস্তুতে বর্তমান নয় এমন একটি

গুণকে নীতি হিসাবে ধরে নিয়েই শ্রেণীটির বিভাগ করা হয়। এ গুণটিকেই 'বিভাগের মূলসূত্র' বলা হয়। যেমন- 'মানুষ' শ্রেণীকে ভাগ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে কিছু মানুষের মধ্যে 'শিক্ষা' গুণটি আছে। আর সব মানুষের মধ্যে এটা নাই। সুতরাং শিক্ষা গুণটিকে মূলসূত্র ধরে নিয়ে 'মানুষকে শিক্ষিত মানুষ'ও 'অশিক্ষিত মানুষ'- এ দু'টি উপশ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে গুণ বা গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করা হয় তাকেই বিভাগের মূলসূত্র বলে। আমাদের জানা দরকার যে যৌক্তিক বিভাগ একই শ্রেণীকে বিভিন্ন মূলসূত্রের ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায়। যেমন-'মানুষ' শ্রেণীকে 'সভ্যতা' নামক গুণ অনুসারে 'সভ্য মানুষ' ও 'অসভ্য মানুষ' ভাগ করা যায়। আবার 'সততা' মূলসূত্রের ভিত্তিতে 'সৎ মানুষ' ও 'অসৎ মানুষ' এই দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একই সময়ে একাধিক মূলসূত্র অনুসারে একটি শ্রেণীকে কখনোই বিভাগ করা চলে না। যৌক্তিক বিভাগে রয়েছে বিভক্তমূল, বিভাজন উপশ্রেণী ও সহ-বিভাগ। যৌক্তিক বিভাগে যে শ্রেণীটিকে দিয়ে বিভাগের কাজ শুরু করা হয় তাকে বিভক্তমূল বলে। আবার বিভক্তমূলকে যে বিভিন্ন উপশ্রেণী বা উপজাতি সমূহে ভাগ করা হয় সেগুলোকে বিভাজক উপশ্রেণী বলে। আর যৌক্তিক বিভাগে যখন একই শ্রেণীকে বিভিন্ন মূলসূত্র অনুসরণ করে বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় তখন সেই পদ্ধতিকে 'সহ-বিভাগ' বলে গণ্য করা হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মূলসূত্রের ভিত্তিতে একই শ্রেণীকে বিভিন্নভাবে বা বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যৌক্তিক বিভাগ নয় এমন দু প্রকারের বিভাগ পদ্ধতি আছে: যথা-(১) অঙ্গগত বিভাগ ও গুণগত বিভাগ। যৌক্তিক বিভাগ এগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ যৌক্তিক বিভাগ যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা এই দু'ধরনের বিভাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

**অঙ্গগত বিভাগ ঃ** কোন ব্যক্তিকে বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করা হলে তাকে অঙ্গগত বিভাগ বলে। কোন গরুকে তার মাথা, শিং, লেজ, পা ইত্যাদিতে বিভক্ত করা যায়।

**গুণগত বিভাগ ঃ** কোন বিশিষ্ট বস্তুকে তার বিভিন্ন গুণে বিভক্ত করাকে গুণগত বিভাগ বলে। যেমন- কমলালেবুকে তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, আকার ইত্যাদিতে বিভক্ত করা যায়। আমরা জানলাম, যৌক্তিক বিভাগ কাকে বলে। এখন আমরা দেখবো অঙ্গগত ও গুণগত বিভাগের সাথে যৌক্তিক বিভাগের পার্থক্য কী রূপ।

১. একটি ব্যক্তিকে অঙ্গগতভাবে বিভক্ত এবং একটি বস্তুকে গুণগতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কিন্তু তাকে যৌক্তিক বিভাগ পদ্ধতিতে ভাগ করা যায় না। যৌক্তিক বিভাগের জন্য শ্রেণীর প্রয়োজন হয়।

২. যৌক্তিক বিভাগে বিভাজ্য শ্রেণীর নামটি নিম্নতর শ্রেণী বা উপশ্রেণীর প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অঙ্গগত বা গুণগত বিভাগে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা গুণের প্রতি ব্যক্তি বা বস্তুর নামে প্রযোজ্য নয়। যেমন আমরা বলতে পারিনা যে,গন্ধই কমলালেবু বা পা বা মাথাই মানুষ। কিন্তু আমরা বলতে পারি যে, মানুষ একটি প্রাণী বা গরু একটা প্রাণী। যৌক্তিক বিভাগ হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু অঙ্গগত ও গুণগত বিভাগগুলো হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যৌক্তিক বিভাগে উপশ্রেণীগুলোর একত্রিত ব্যক্তর্থ মূল শ্রেণীর ব্যক্তর্থের সমান হয়। কিন্তু অঙ্গগত বা গুণগত বিভাগের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

**সারসংক্ষেপ**

কোন পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট করার জন্য যৌক্তিক বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ। কোন একটি নীতির ভিত্তিতে একটা বৃহত্তর শ্রেণীকে তার অন্তর্গত ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত করাই হচ্ছে যৌক্তিক বিভাগ। যৌক্তিক বিভাগ নয় এমন দুটি বিভাগ পদ্ধতি আছে। সেগুলো হচ্ছে: অঙ্গগত বিভাগ ও গুণগত বিভাগ। কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বা অংশে বিভক্ত করা হলে তাকে অঙ্গগত বিভাগ বলে। আর কোন বিশিষ্ট বস্তুকে তার বিভিন্ন গুণে বিভক্ত করাকে গুণগত বিভাগ বলে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১**

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. যৌক্তিক বিভাগে একটি জাতিকে কিসে বিভক্ত করা হয়?

ক. অন্তর্গত উপজাতি খ. বিধেয়ক

গ. উচ্চতর জাতি ঘ. উপলক্ষণ

২. কয়টি মূলসূত্রের ভিত্তিতে একটি জাতিকে উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়?

ক. একটি খ. দুইটি

গ. তিনটি ঘ. চারটি

৩. কোন ব্যক্তিকে বা বস্তুকে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করাকে কী বলে?

ক. গুণগত বিভাগ খ. অঙ্গগত বিভাগ

গ. যৌক্তিক বিভাগ ঘ. অঙ্গগত ও গুণগত বিভাগ

# পাঠ ২

## যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলী ও এদের লঙ্ঘন জনিত অনুপপত্তি

## (Rules of Logical Division and Fallacies arising out of their violations)

**উদ্দেশ্য:** এই পাঠ শেষে আপনি-

- যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলী লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

### ৫.২.১ যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলী:

যৌক্তিক বিভাগ হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। একটি জাতিকে কিভাবে বিভক্ত করা উচিত সে সম্পর্কে যুক্তিবিদ্যা কতগুলো নিয়ম সরবরাহ করে। এসব নিয়ম অনুযায়ী বিভাগ করলে তা যুক্তিবিদ্যাসম্মত বিভাগ বলে গণ্য হবে। আবার নিয়মগুলো না মেনে চললে অনুপপত্তি। যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলী এবং নিয়মভঙ্গের ফলে যেসব অনুপপত্তির সৃষ্টি হয় সেগুলি সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করবো।

**প্রথম নিয়ম:** যৌক্তিক বিভাগের বেলায় সর্বদা একটি শ্রেণী বা জাতিকে বিভক্ত করতে হবে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে নয়। আমরা 'প্রাণী' শ্রেণীটিকে যৌক্তিকভাবে বিভক্ত করতে পারি কিন্তু একটা 'ঘোড়া' একটা 'টেবিল' প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে যৌক্তিকভাবে বিভক্ত করতে পারিনা। কোন ক্ষেত্রে জাতি বা শ্রেণীবাচক পদের পরিবর্তে কোন বিশিষ্ট পদকে বিভাজন করা হলে যেসব অনুপপত্তি ঘটে তা হল ঃ

**ক. অঙ্গগত বিভাগ (Physical Division)**

**খ. গুণগত বিভাগ (Metaphysical Division)**

**ক. অঙ্গগত বিভাগ:** কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অঙ্গসমূহে ভাগ করা হলে, সে ক্ষেত্রে অঙ্গগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন, কোন উদ্ভিদকে তার শাখা 'কান্ড' মুল ইত্যাদি অঙ্গে বিভক্ত করা হলে সে ক্ষেত্রে অঙ্গগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটবে।

**খ. গুণগত বিভাগ:** কোন বিশিষ্ট বস্তুকে তার বিভিন্ন গুণে বিভক্ত করাকে গুণগত বিভাগ বলে। যথা- কমলা লেবুকে তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, আকার ইত্যাদিতে কিংবা কাঁচকে ঘনত্ব, ভঙ্গুরতা স্বচ্ছতা ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হলে তাকে গুণগত বিভাগ বলে। আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিভাজ্য পদই শ্রেণীবাচক হবে না। বরং বিভক্ত পদ সমূহও শ্রেণীবাচক হবে। এ নিয়ম লঙ্ঘন কালে গুণগত বিভাগ দোষ ঘটবে।

**দ্বিতীয় নিয়ম:** যৌক্তিক বিভাগের মূলসূত্র একই সময়ে একটি মাত্র হবে। বিভিন্ন মূলসূত্র অনুসারে একই জাতিবাচক পদের নানা ধরনের বিভাগ হতে পারে। কিন্তু কোন জাতিবাচক পদকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহ বিভক্ত করতে হলে একই সময়ে একটি মাত্র মূলসূত্র গ্রহণ

করতে হবে। যেমন- মানুষ জাতিটিকে সভ্যতা, শিক্ষা, সততা ইত্যাদি মূলসূত্র অনুসারে পৃথক পৃথকভাবে যথাক্রমে সভ্য মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, সৎ মানুষ ইত্যাদি উপজাতিতে বিভক্ত করা যাবে। কিন্তু সব গুণগুলোকে একই সাথে মুলসূত্র হিসাবে গ্রহণ করে মানুষ জাতিকে বিভক্ত করা যাবেনা। এ নিয়মটি লঙ্ঘণ করলে সংকর বিভাগ (Cross Division) অনুপত্তি ঘটবে। যেমন-'সততা' ও 'শিক্ষা' গুণ দুটিকে একই সাথে মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ করে মানুষ শ্রেণীটিকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হলে যৌক্তিক বিভাগটি সংকর বিভাগ দোষে দুষ্ট হবে। কারণ মানুষ শ্রেণীটি 'সৎ শিক্ষিত মানুষ' হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে এমন মানুষও আছে যারা শিক্ষিত কিন্তু সৎ নয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম সৃষ্টি হয়।

**তৃতীয় নিয়ম :** বিভক্ত উপশ্রেণীগুলোর একত্রিত ব্যক্ত্যর্থ বিভাজ্য মূল শ্রেণীটির ব্যক্তর্থের সমান হতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে মূল শ্রেণীটিকে যেসব উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয় তাদের সকলের একত্রিত ব্যক্তর্থ মূল শ্রেণীটার ব্যক্তর্থের সমান হতে হবে। যেমন- 'সৎ মানুষ' ও 'অসৎ মানুষ' উপশ্রেণী দুইটির একত্রিত ব্যক্তর্থ বিভাজ্য 'মানুষ' শ্রেণীর ব্যক্তর্থের সমান। কারণ 'মানুষ' পদের ব্যক্তর্থ সকল মানুষের মধ্যে, কিছু মানুষ সৎ এবং কিছু মানুষ অসৎ। যৌক্তিক বিভাগের এই তৃতীয় নিয়মটি লঙ্ঘন করলে যেসব অনুপপত্তি ঘটে তা হলঃ

**ক. অব্যাপক বিভাগ (Too Narrow Division)**

**খ. অতিব্যাপক বিভাগ (Too Wide Division)**

**ক. অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তিঃ** উপশ্রেণীগুলোর একত্রিত ব্যক্তর্থ বিভাজ্য শ্রেণীর ব্যক্তর্থের চেয়ে কম হলেই অতি সংকীর্ণ বা অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। অর্থাৎ আমরা যখন যৌক্তিক
বিভাগ করবো তখন কোন উপশ্রেণী বাদ পড়লে এধরণের অনুপপত্তি ঘটে। যথা -ত্রিভুজকে 'সমবাহু' ও 'বিষমবাহু' এ দুভাগে ভাগ করা হলে অতি সংকীর্ণ বা অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। কারণ এ বিভাগে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজটি বাদ পড়েছে।

**খ. অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তিঃ** উপশ্রেণীগুলোর একত্রিত ব্যক্তর্থ বিভাজ্য শ্রেণীর ব্যক্তর্থের চেয়ে বেশি হলেই অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। অর্থাৎ যে শ্রেণীটিকে ভাগ করা হয় তার অন্তর্গত উপশ্রেণীগুলোর সঙ্গে উক্ত শ্রেণীর অতিরিক্ত কোন উপশ্রেণীকে ধরা হলে এ ধরনের অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- মুদ্রাকে সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ ও ব্যঙ্ক নোটে বিভক্ত করলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। এ উদাহরণ মুদ্রা শ্রেণী বহির্ভূত ব্যাংক নোটকে যুক্ত করা হয়েছে, ফলে উপশ্রেণীগুলোর একত্রিত ব্যক্তর্থ বিভাজ্য শ্রেণী ব্যক্তর্থ থেকে বেশী হয়ে গেছে।

**চতুর্থ নিয়মঃ** বিভাজ্য জাতির নাম বিভক্ত উপজাতিসমূহের উপর প্রযোজ্য হবে। আমরা 'ত্রিভুজ'কে যখন সমবাহু, সমদ্বিবাহু ও বিষমবাহু এই তিনটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করি তখন এই তিনটির প্রত্যেকটির উপরই মূল জাতিবাচক পদ 'ত্রিভুজ' কথাটি প্রযোজ্য হয়। এই নিয়মটি মূলতঃ বিভাগের তৃতীয় নিয়মটি থেকে অনুসৃত হয়েছে। কারণ এমন কোন উপশ্রেণী যদি থাকে যার উপর মূল শ্রেণীর নাম প্রযোজ্য নয়, তাহলে নিশ্চয়ই উপশ্রেণীগুলোর ব্যক্তর্থের যোগফল মূলশ্রেণীর ব্যক্তর্থের সমান হবেনা । কোন ক্ষেত্রে একটি পদকে বিভক্ত করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, বিভাজ্য পদের নাম বিভক্ত পদগুলির উপর প্রযোজ্য হয়নি, তাহলে সে ক্ষেত্রে অনুপপত্তি ঘটবে। এরূপ ক্ষেত্রে যেসব অনুপপত্তি ঘটতে পারে সেগুলি হলঃ

ক. অঙ্গগত বিভাগ (Physical Division)

খ. গুণগত বিভাগ (Metaphysical Division)

**ক. অঙ্গগত বিভাগঃ** কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে এর বিভিন্ন অঙ্গে বিভক্ত করা হলে অঙ্গগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- একটা বৃক্ষকে মূল, কান্ড, শাখা ইত্যাদি অঙ্গে বিভক্ত করা হলে অঙ্গগত নামক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে।

**খ. গুণগত বিভাগঃ** কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে এর বিভিন্ন গুণে বিশ্লেষণ করা হলে গুণগত বিভাগের উদ্ভব ঘটে। যেমন, একটা কমলালেবুকে এর আকার, স্বাদ, রং ইত্যাদিতে বিশ্লেষণ করা হলে গুণগত বিভাগের উদ্ভব ঘটে।

**পঞ্চম নিয়মঃ** যৌক্তিক বিভাগে উপশ্রেণীগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে হবে। যৌক্তিক বিভাগের অর্থ হল একটি জাতিকে এর অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভক্ত করা। শ্রেণীগুলোকে বিভক্ত করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উপশ্রেণীগুলো যেনো একটা অন্যটার সাথে মিশে না যায়। এ নিয়মটা দ্বিতীয় নিয়মের অনুসারী। কারণ দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী আমরা যদি একই বিভাগ প্রক্রিয়ায় একটা মাত্র মূলসূত্র গ্রহণ করি তাহলে উপশ্রেণীগুলো একে অন্যের সাথে মিশে যেতে পারবে না। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে সংকর বিভাগ বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- শিক্ষা  ও সত্যতা  এ দুই নীতির ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা হলে, শিক্ষিত ও সৎ এই উপশ্রেণী দুটো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। কারণ একজন মানুষ শিক্ষিত ও সৎ দুটোই হতে পারে।

**ষষ্ঠ নিয়মঃ** ক্রমিক বিভাগের প্রতিটি ধাপে একটা জাতিতে আর নিকটতম উপজাতিভিত্তিক হবে। যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে একটা জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতি সমূহে বা একটা শ্রেণীকে এর অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর শ্রেণী সমূহে ভাগ করা হয়। এ ধরনের বিভাজন করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোন জাতিকে অব্যবহিত নিকটবর্তী উপজাতিতে বিভাজন করতে হবে। কোন ভাবেই যেন কোন মধ্যবর্তী স্তর বা উপজাতি বাদ দিয়ে পরবর্তী উপজাতিতে বিভাজন করা না হয়। কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হলে অনুপত্তি ঘটবে। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- ‘প্রাণী' জাতিকে বিভক্ত করতে যেয়ে আমরা যদি ‘মানুষ' উপজাতিটার উল্লেখ না করে প্রথমেই ‘সভ্য' ও ‘অসভ্য' উপজাতিতে বিভক্ত করি তাহলে উলম্ফল বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Division by a Leap) ঘটবে। কারণ আমরা জানি ‘প্রাণী' জাতির অন্তর্গত নিকটতম জাতি হচ্ছে ‘মানুষ' পদটি। এখানে মানুষ পদটিকে বাদ দিয়ে ‘সভ্য' ও ‘অসভ্য' উপজাতিতে বিভক্ত করায় এ ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে।

## সারসংক্ষেপ

যৌক্তিক বিভাগের প্রক্রিয়া থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে জেনেছি যে, বিভাজন প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এ নীতি অনুসরণ করলে বিভাজন প্রক্রিয়া যথার্থ হবে এবং অনুসরণ না করলে কিছু অনুপপত্তি দেখা দেবে। আমরা সাধারণত: পাঁচ রকমের অনুপপত্তির কথা উল্লেখ করি। যৌক্তিক বিভাগে সবসময় একটা শ্রেণীকে ভাগ করা হয়, কোন বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে নয়। এ নিয়ম ভঙ্গ করলে অঙ্গগত ও গুণগত অনুপপত্তি ঘটে। দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী যৌক্তিক বিভাগের মূলসূত্র একই সময়ে একটি মাত্র হবে। এ নিয়ম লঙ্খখন করলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। তৃতীয় নিয়ম অনুসারে বিভক্ত উপশ্রেণীগুলোর একত্রিত ব্যক্তর্থ বিভাজ্য মূল শ্রেণীটির ব্যক্তর্থের সমান হতে হবে। এ নিয়ম লঙ্খখন করলে অতিব্যাপক বা অধ্যাপক সংজ্ঞা অনুপত্তি ঘটে। চতুর্থ নিয়ম অনুসারে যৌক্তিক বিভাগে উপশ্রেণীগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে হবে। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে অতিব্যাপক বা অব্যাপক অনুপপত্তি ঘটে। চতুর্থ নিয়ম অনুসারে যৌক্তিক বিভাগ উপশ্রেণীগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে হবে। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে সংকর বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। পঞ্চম নিয়ম অনুসারে বিভাজ্য শ্রেণীর নাম উপশ্রেণীগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একই অর্থে প্রযোজ্য হতে হবে। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. যৌক্তিক বিভাগে একটি মাত্র মূলসূত্র গ্রহণ না করা হলে কোন অনুপপত্তির সৃষ্টি হয়?

ক. সংকর বিভাগ অনুপপত্তি খ. গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি।

গ. উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি ঘ. অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি।

২. উপশ্রেণীর একত্রিত ব্যক্তর্থ বিভাজ্য শ্রেণীর ব্যক্তর্থের চেয়ে বেশি হলে কোন অনুপত্তি ঘটে?

ক. অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি খ. অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি।

গ. উল্লম্ফণ বিভাগ অনুপপত্তি ঘ. অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি

৩. ক্রমিক বিভাগের প্রতিটি বিভাগের একটি জাতিকে নিকটতম জাতিতে বিভক্ত না করা হলে কোন অনুপপত্তি ঘটে?

ক. গুণগত খ. সংকর

গ. অব্যাপক ঘ. উল্লম্ফন

# পাঠ ৩

## যৌক্তিক বিভাগের সীমা, যৌক্তিক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা ও দ্বিকোটিক বিভাগ।

**উদ্দেশ্য:** এই পাঠ শেষে আপনি-

- যৌক্তিক বিভাগের সীমা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- যৌক্তিক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- দ্বিকোটিক বিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

### ৫.৩.১ যৌক্তিক বিভাগের সীমা (Limits of Logical Division):

আমরা জানি যে, সব পদের ব্যক্তর্থেরই যৌক্তিক বিভাগ করা সম্ভব হয় না। একমাত্র শ্রেণীবাচক বা জাতিবাচক পদের বিভাগ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ করতে গিয়ে আমরা কিছু সীমাবদ্ধতার শিকার হই। যেমন:

১. সর্বনিম্ন উপজাতি বা অপরতম উপজাতিকে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা এর অন্তর্গত আর কোন উপজাতি আমরা পাইনা। অপরতম উপজাতিকে বিভক্ত করলে আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে পাই। আর বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ প্রযোজ্য নয়।

২. যৌক্তিক বিভাগ সবসময়েই ব্যক্তর্থের বিশ্লেষণ। কিন্তু যে সব পদের ব্যক্তর্থ নেই শুধু জাত্যর্থ আছে, তেমন পদকে বিভাগ করা চলে না।

৩. যে সব উপাদান সরলতম ও মৌলিক এবং যেগুলোকে বিশ্লেষণ করা যায় না, সেগুলোকে বিভক্ত করা য়ায় না।

৪. বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ এর ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়া অচল।

৫. যৌক্তিক বিভাগের বেলায় একটি শ্রেণীকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপশ্রেণীসমূহে বিভক্ত করা হয়। সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তিবাচক বা বস্তুবাচক পদকে বিভাগ করা যায় না।

৬. যে পদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অপর্যাপ্ত সে ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়। কারণ যৌক্তিক বিভাগের অর্থ হল পদের বিশ্লেষণ।

### ৩.২ যৌক্তিক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা (Uses of Logical Division):

যৌক্তিক বিভাগ পদের ব্যক্তর্থ সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট করে তোলে এবং বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তুসমষ্টি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সুনির্দিষ্ট হয়। ফলে কোন পদ কোথায় কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । নিম্নে যৌক্তিক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করা হল।

১. যৌক্তিক বিভাগ উপশ্রেণীগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারনাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে একটা জাতির অধীনে কতগুলো উপজাতি আছে তা নির্ণয় করে এবং একটা উপজাতির সাথে আর একটা উপজাতির পার্থক্য নির্দেশ করে।

২. যৌক্তিক বিভাগে সংজ্ঞা নির্ণয়ের সহায়ক। যৌক্তিক বিভাগ একটা জাতিকে তার উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়। সংজ্ঞায় আসন্নতম জাতির উল্লেখ প্রয়োজন। যৌক্তিক বিভাগ এই আসন্ন জাতির উল্লেখ থাকায় সংজ্ঞা নির্ণয় সহজ হয়।

৩. বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করে থাকে। যৌক্তিক বিভাগ সুষ্ঠুও সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তাকর্মের সহায়ক।

৪. যৌক্তিক বিভাগ আমাদের স্মৃতিশক্তির সহায়ক। একটি জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত কিছুকে মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু একটি জাতিকে যদি তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভক্ত করা হয়, তবে তার সাহায্যে বস্তুর গুণ ও বৈশিষ্ট্য সমূহকে মনে রাখা সহজ হয়।

### ৫.৩.৩ : **দ্বিকোটিক বিভাগ (Divisions by Dichotomy):**

যৌক্তিক বিভাগে আমরা একটি জাতিকে তার অন্তর্গত উপাজাতিসমূহে ভাগ করে থাকি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই বিভাগকরণ একটি সহজ সরল প্রক্রিয়া নয়। তার কারণ বিভাগকে বেশ কয়েকটি নিয়মের উপর নির্ভর করতে হয়। আবার এ নিয়মগুলি যথার্থভাবে পালন করতে গেলে একটি জাতির অন্তর্গত খুঁটিনাটি সব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার। তা না হলে একটি জাতির অন্তর্গত সবগুলো উপাজাতিকে উল্লেখ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদিও যৌক্তিক বিভাগ একটি মানসিক বা রূপগত প্রক্রিয়া, এটা অনেকাংশে বাস্তব ভিত্তিক। এ ধরনের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য যুক্তিবিদরা দ্বিকোটিক বিভাগ নামে একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছেন। পন্থাটি সম্পূর্ণভাবে রূপগত। এতে বাস্তব কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এখন আমরা দ্বিকোটিক কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখবো যে দ্বিকোটিক বিভাগের অর্থ হল দু'ভাগে ভাগ করা। এরূপ বিভাগের প্রতি ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তম জাতিকে মাত্র দুটি উপজাতিতে ভাগ করা হয়। এদের একটি সদর্থক পদবিশিষ্ট ও অন্যটি নঞর্থক পদবিশিষ্ট। এই বিভগে একটি জাতিকে এমন দুটি উপজাতিতে ভাগ করা হয় যাদের একটির মধ্যে একটি বিশেষ গুণ উপস্থিত আর অন্যটির মধ্যে উক্ত গুণটি অনুপস্থিত।

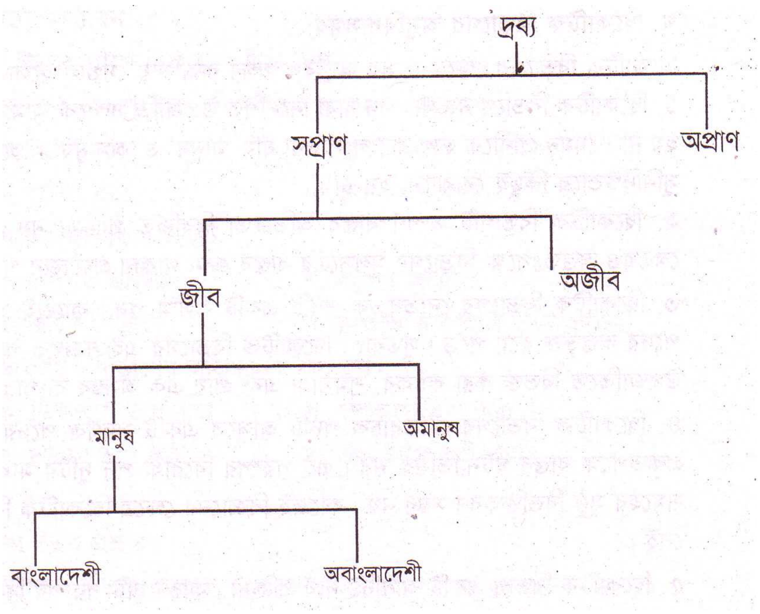

দ্বিকোটিক বিভাগের ক্ষেত্রে বিভক্ত উপজাতি দু'টি পরস্পর বিরুদ্ধ পদ হওয়ায় তারা একে অন্যের সঙ্গে মিশে যাবার কোন সম্ভাবনা থাকেনা। যেমন বাংলাদেশী এবং অবাংলাদেশী পদ দু'টির কখনো একত্রে মিশে যাবার সম্ভাবনা নেই। এদের সহজেই পৃথক করা সম্ভব। আবার এ ধরনের বিভাগে আর একটি সুবিধা আছে। সেটা হচ্ছে বিভক্ত উপশ্রেণী দুটিকে একত্র করলেই মূল শ্রেণীটির সম্পূর্ণ ব্যক্তর্থ পাওয়া যায়। যেমন-'মানুষ' শ্রেণীর সম্পূর্ণ ব্যক্তর্থ পাওয়া যাবে। এ বিভাগ প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হল 'বিরোধ নিয়ম'। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিকোটিক বিভাগটি যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়ার নিয়মগুলোকে লঙ্ঘন না করেও একটি পূর্ণ রূপানুসারী প্রক্রিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

**৫.৩.৪ দ্বিকোটিক বিভাগের সুবিধাঃ**

দ্বিকোটিক বিভাগ হল বিকল্প বিভাজন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যৌক্তিক বিভাগ করতে যেয়ে কোন অসুবিধা হলে অনেক সময় দ্বিকোটিক বিভাগের সাহায্যে তা সমাধান করা যায়।

**এর সুবিধাগুলো হলঃ**

১. দ্বিকোটিক বিভাগে উপশ্রেণীগুলোর মিলিত ব্যক্তর্থ বিভাহ্য মূল শ্রেণীর ব্যক্তর্থের সমান। এ কারণে অ-ব্যাপক ও অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তির কোন সম্ভাবনা থাকেনা।

২. দ্বিকোটিক বিভাগ বিরোধ নিয়ম ও মধ্যম রহিত নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে এতে সঙ্কর বিভাগ বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেনা।

৩. এ বিভাগে পদের ব্যক্তর্থ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ছাড়াই বিভাগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।

৪. দ্বিকোটিক বিভাগে উপজাতিগুলোর যে কোন পর্যায় থেকে আরম্ভ করে অপর যে কোন পর্যায়ে বিভাগ শেষ করা হলেও বিভাগ ক্রটিমুক্ত থাকে।

৫. দ্বিকোটিক বিভাগ একটি সহজ ও সরল প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতিতে বিভাজ্য পদটিকে শুধু হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক পদে বিভক্ত করতে হয়।

**খ. দ্বিকোটিক বিভাগের অসুবিধাসমূহঃ**

দ্বিকোটিক বিভাগের ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হলো-

১. দ্বিকোটিক বিভাগে নঞ্জর্থক পদ দ্বারা নির্দেশিত উপজাতি সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ হয় না। যেমন প্রাণীকে ভাগ করলে পাওয়া যায় 'মানুষ' ও 'অমানুষ'। 'অমানুষ' বলতে আসলে সুনির্দিস্টভাবে কিছুই বোঝানো হয় না।

২. দ্বিকোটিক বিভাগটি সম্পূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত প্রক্রিয়া নয়। কারণ এই পদ্ধতির ক্ষেত্রেও অন্ততঃপক্ষে বিভাগের মূলসূত্রের বাস্তব জ্ঞান থাকার প্রয়োজন পড়ে।

৩. দ্বিকোটিক বিভাগের নেতিবাচক পদটি একটি অসীম পদ। কাজেই অসংখ্য বস্তুসমষ্টি এই পদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং দ্বিকোটিক বিভাগের এই নঞ্জর্থক পদটিকে আবার বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করা কষ্টকর, শ্রমসাধ্য এবং প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ে।

৪. দ্বিকোটিক বিভাগের নেতিবাচক পদটি আসলে একটি সদর্থক পদের বিরুদ্ধসূচক শব্দ যা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ঘটনাভিত্তিক নয়। এই পরস্পর বিরোধী পদ দুটির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বিষয় সমূহের সুষ্ঠু বিভক্তিকরণ সম্ভব নয়। কাজেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বিকোটিক বিভাগের কোন গুরুত্ব নেই।

৫. দ্বিকোটিক বিভাগ একটি অনির্দিষ্ট দীর্ঘ প্রক্রিয়া। কারণ দুটি পরস্পর বিরোধী শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বিভাগ করতে থাকলে তা কোথায় যেয়ে শেষ হবে এ সম্পর্কে বলা কঠিন।

**সারসংক্ষেপ**

যুক্তিবিদ্যায় যৌক্তিক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনেক। যৌক্তিক বিভাগ পদের ব্যক্তর্থ সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুষ্টু ও সুস্পষ্ট করে তোলে এবং বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তুসমষ্টি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সুনির্দিষ্ট হয়। ফলে, কোন পদকে কোথায় কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের যৌক্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যৌক্তিক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও সব পদের যৌক্তিক বিভাগ করা সম্ভব হয় না। একমাত্র শ্রেণীবাচক বা জাতিবাচক পদের বিভাগ করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ করতে গিয়ে আমরা কিছু সীমাবদ্ধতার শিকার হই। আমরা জানি, যৌক্তিক বিভাগ আংশিক রূপগত এবং আংশিক বস্তুগত প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু অবরোহ যুক্তিপদ্ধতির সাথে রূপগত এবং বস্তুগত মিশ্রন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণেই কিছু যুক্তিবিদ এ বিভাগ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ রূপানুসারী করার উদ্দেশ্য দ্বিকোটিক বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেন। তবে দ্বিকোটিক বিভাগের যেমন কিছু সুবিধা আছে তেমনি কিছু অসুবিধাও আছে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৩**

**সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. যৌক্তিক বিভাগ উপশ্রেণী সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে

ক. অস্পষ্ট করে খ. সুস্পষ্ট করে

গ. জটিল করে ঘ. ভুল প্রমাণ করে

২. দ্বিকোটিক বিভাগ একটি

ক. রূপগত প্রক্রিয়া খ. বস্তুগত প্রক্রিয়া

গ. জটিল প্রক্রিয়া ঘ. রূপগত ও বস্তুগত উভয় প্রক্রিয়া

৩. দ্বিকোটিক বিভাগের অভিধানিক অর্থ হল-

ক. তিনভাগে ভাগ করা খ. চারভাগে ভাগ করা

গ. দুভাগে ভাগ করা ঘ. এক ভাগে ভাগ করা।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ**

১ যৌক্তিক বিভাগ বলেতে কী বুঝেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। ৫.১.১

২. অঙ্গগত ও গুণগত বিভাগ ব্যাখ্যা করুন। ৫.২.১ এর (ক ও খ)

৩. যৌক্তিক বিভাগের সীমা উল্লেখ করুন। ৫.৩.১

৪. যৌক্তিক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। ৫.৩.২

৫. দ্বিকোটিক বিভাগ ব্যাখ্যা করুন। ৫.৩.৩

৬. দ্বিকোটিক বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।

**রচনামূলক প্রশ্নঃ**

১. যৌক্তিক বিভাগ বলতে কী বুঝেন? এর নিয়মসমূহ ব্যাখ্যা করুনএবং কোন নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে কোন অনুপপত্তি ঘটে তা উল্লেখ করুন। ৫.১.১ এবং ৫.২.১

**উত্তরমালা**

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১: ১. ক ২. ক ৩. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩: ১. খ ২. ক ৩. ক